ষোড়শ অধ্যায়

পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য

এই অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞান, বীর্য, খ্যাতি ইত্যাদি প্রকট ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন।

সমস্ত পবিত্র স্থানের অন্তিম আশ্রয়, পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করে শ্রীউদ্ধব বললেন, "পরমেশ্বর ভগবানের কোন আদিও নেই, অন্তও নেই। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের জন্ম, পালন এবং ধ্বংসের কারণ। তিনিই সমস্ত জীবের আত্মা, গূঢ়রূপে প্রতিটি জীবের শরীরে বাস করে তিনি সব কিছু দর্শন করেন। পক্ষান্তরে বদ্ধ জীবেরা তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত, তাই তারা তাঁকে দেখতে পায় না।" ভগবানের পাদপদ্মে এইভাবে প্রার্থনা করার পর শ্রীউদ্ধব স্বর্গে, মর্ত্যে, নরকে এবং সমস্ত দিকে ভগবানের যে বিভিন্ন ঐশ্বর্য রয়েছে, সে সমস্ত জানার জন্য বাসনা প্রকাশ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য বর্ণনা করলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করলেন যে, সমস্ত শক্তি, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, দান, মোহিনী শক্তি, সৌভাগ্য, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান—এ সবকিছু কেবল তাঁরই প্রকাশ। সুতরাং যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাবে না যে, কোনও জড় বস্তুর যথার্থই এই সমস্ত গুণ রয়েছে। এইরূপ ধারণা করা মানে, মনে মনে দুটো বস্তুর চিন্তা করে, কল্পনার মাধ্যমে একটি বস্তু সৃষ্টি করা, যাকে বলে, আকাশ কুসুম চিন্তা। জড় ঐশ্বর্যগুলি বাস্তবে সত্য নয়, তাই এসবের চিন্তায় আমাদের বেশি জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা তাঁদের ক্রিয়াকলাপ, বাক্‌শক্তি, মন এবং প্রাণকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে উপযোগ করে। তাঁদের কৃষ্ণভাবনাময় জীবন সার্থক করেন।

শ্লোক ১

শ্রীউদ্ধব উবাচ

ত্বং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদনাদ্যন্তমপাবৃতম্ ।
সর্বেষামপি ভাবানাং ত্রাণস্থিত্যপ্যয়োদ্ভবঃ ॥ ১ ॥

শ্রীউদ্ধবঃ উবাচ—শ্রীউদ্ধব বললেন; **ত্বম্**—আপনি; **ব্রহ্ম**—মহত্তম; **পরমম্**—পরম; **সাক্ষাৎ**—স্বয়ং; **অনাদি**—যাঁর শুরু নেই; **অন্তম্**—অন্তহীন; **অপাবৃতম্**—যিনি কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন; **সর্বেষাম্**—সকলের; **অপি**—বস্তুতঃ; **ভাবানাম্**—যে সমস্ত বস্তু রয়েছে; **ত্রাণ**—রক্ষক; **স্থিতি**—প্রাণ দাতা; **অপ্যয়**—ধ্বংস; **উদ্ভবঃ**—এবং সৃষ্টি।

অনুবাদ

শ্রীউদ্ধব বললেন, হে ভগবান, আপনার আদিও নেই এবং অন্তও নেই, আপনি স্বয়ং পরম সত্য, কোনও কিছুর দ্বারা সীমিত নন। আপনিই রক্ষক এবং প্রাণ দাতা, আপনিই সমস্ত কিছুর সৃষ্টি এবং প্রলয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্ম মানে সর্বাপেক্ষা মহৎ এবং সমস্ত কিছুর কারণ। উদ্ধব এখানে ভগবানকে *পরমম্* বা পরমব্রহ্ম বলে সম্বোধন করেছেন, কেননা ভগবান রূপে তিনি হচ্ছেন, পরম সত্যের সর্বোচ্চ রূপ এবং অসীম দিব্য ঐশ্বর্যের আশ্রয়। সাধারণ জীবের মতো তিনি নন, তাঁর ঐশ্বর্যকে কালের দ্বারা সীমিত করা যায় না। আর তাই তিনি *অনাদি অনন্তম্*, শুরুও নেই শেষও নেই, এবং *অপাবৃতম্*, কোনও সমান বা উন্নততর শক্তির দ্বারা তিনি বিঘ্নিত নন। জড় জগতের ঐশ্বর্যও ভগবানের মধ্যেই নিহিত। একমাত্র তিনিই এই জগতকে সৃষ্টি, পালন, রক্ষা এবং ধ্বংস করতে পারেন। এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণই যে পরম সত্য এই ধারণার উপর আধারিত তাঁর প্রশংসা যাতে আরও সুদৃঢ় হয় সেইজন্য শ্রীউদ্ধব ভগবানের নিকট তাঁর চিন্ময় এবং জড় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। এমনকি শ্রীবিষ্ণু, যিনি এই জড় জগতের অন্তিম স্রষ্টা, তিনিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। এইভাবে উদ্ধব তাঁর নিজের বন্ধুর অনুপম পদের পূর্ণরূপে প্রশংসা করতে চাইছেন।

শ্লোক ২

উচ্চাবচেষু ভূতেষু দুর্জ্ঞেয়মকৃতাত্মভিঃ ।
উপাসতে ত্বাং ভগবন্ যাথাতথ্যেন ব্রাহ্মণাঃ ॥ ২ ॥

উচ্চ—উচ্চতর; **অবচেষু**—এবং নিকৃষ্ট; **ভূতেষু**—সৃষ্ট বস্তু ও জীবগণ; **দুর্জ্ঞেয়ম্**—বোঝা কঠিন; **অকৃত-আত্মভিঃ**—অধার্মিকেরা; **উপাসতে**—তারা উপাসনা করে; **ত্বাম্**—আপনি; **ভগবন্**—হে প্রভু; **যাথা-তথ্যেন**—বাস্তবে; **ব্রাহ্মণাঃ**—যাঁরা বৈদিক সিদ্ধান্তে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।

অনুবাদ

হে ভগবান, আপনি যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সমস্ত সৃষ্টিতে অবস্থিত, সে কথা অধার্মিকদের পক্ষে বোঝা কঠিন হলেও, বৈদিক সিদ্ধান্তে নিপুণ যথার্থ জ্ঞানী ব্রাহ্মণগণ বাস্তবে আপনার আরাধনা করেন।

তাৎপর্য

সাধু ব্যক্তিদের ব্যবহারকেও প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে, অজ্ঞ এবং অধার্মিক মানুষ ভগবানের সর্বব্যাপক রূপের নিকট বিমোহিত,

কিন্তু যাঁরা শুদ্ধ, স্বচ্ছ চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তি তাঁরা ভগবানকে যথাযথরূপে উপাসনা করেন। এই অধ্যায়ে শ্রীউদ্ধব, ভগবানের ঐশ্বর্যের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছেন। এখানে *উচ্চাবচেষু ভূতেষু* ("উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট সৃষ্টির মধ্যে") শব্দটি স্পষ্টরূপে ভগবানের বাহ্যিক ঐশ্বর্য, যা জড় জগতে প্রকাশিত তাকেই সূচিত করছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণ সবকিছুর মধ্যেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন, তা সত্ত্বেও ভগবানের সৃষ্টির বৈচিত্র্য তাঁরা উপলব্ধি করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিগ্রহ অর্চনায়, ভক্ত সব থেকে ভাল ফুল, ফল এবং ভগবানের দিব্যরূপের সজ্জার জন্য অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করে থাকেন। তদ্রূপ, যদিও ভগবান প্রতিটি বদ্ধজীবের হৃদয়ে উপস্থিত, যে ব্যক্তি ভগবানের বাণী শ্রবণে আগ্রহী, সেই বদ্ধ জীবের প্রতিই ভক্তরা বেশি আগ্রহী হন। যদিও ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, ভগবানের সেবার জন্য ভক্তরা ভগবানের উৎকৃষ্ট সৃষ্টি (উচ্চ) এবং নিকৃষ্ট (অবচেষু) সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন।

শ্লোক ৩

যেষু যেষু চ ভূতেষু ভক্ত্যা ত্বাং পরমর্ষয়ঃ ।
উপাসীনাঃ প্রপদ্যন্তে সংসিদ্ধিং তদ্বদস্ব মে ॥ ৩ ॥

যেষু যেষু—যাতে যাতে; **চ**—এবং; **ভূতেষু**—রূপ; **ভক্ত্যা**—ভক্তিসহকারে; **ত্বাম্**—আপনি; **পরম-ঋষয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **উপাসীনাঃ**—উপাসনা করেন; **প্রপদ্যন্তে**—লাভ করে; **সংসিদ্ধিম্**—সিদ্ধি; **তৎ**—সেই; **বদস্ব**—বলুন; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

মহান ঋষিরা ভক্তিযুক্তভাবে আপনার সেবা করে যে সিদ্ধি লাভ করেন তা অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন। আপনার বিভিন্ন রূপের কোনটি তাঁরা উপাসনা করেন তাও বর্ণনা করুন।

তাৎপর্য

শ্রীউদ্ধব এখানে ভগবানের দিব্য ঐশ্বর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করছেন, যা হচ্ছে তাঁর প্রাথমিক বিষ্ণুতত্ত্বগণ, যেমন বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ সমন্বিত। ভগবানের বিভিন্ন অংশ প্রকাশের উপাসনা করে ভক্ত বিশেষ সিদ্ধি লাভ করেন, শ্রীউদ্ধব সেই সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী।

শ্লোক ৪

গূঢ়শ্চরসি ভূতাত্মা ভূতানাং ভূতভাবন ।
ন ত্বাং পশ্যন্তি ভূতানি পশ্যন্তং মোহিতানি তে ॥ ৪ ॥

গূঢ়ঃ—লুক্কায়িত; চরসি—আপনি নিয়োজিত; ভূত-আত্ম—পরমাত্মা; ভূতানাম্—জীবেদের; ভূতভাবন্—হে সর্ব জীবের পালক; ন—না; ত্বাম্—আপনি; পশ্যন্তি—তারা দেখে; ভূতানি—জীব; পশ্যন্তম্—যারা দেখছে; মোহিতানি—মোহিত; তে—আপনার দ্বারা।

অনুবাদ

হে ভগবান, হে ভূতভাবন, সমস্ত জীবের পরমাত্মারূপে আপনি লুক্কায়িত থাকেন। এইভাবে আপনার দ্বারা বিমোহিত হয়ে, জীবেরা আপনাকে দেখতে পায় না, যদিও আপনি তাদের দর্শন করছেন।

তাৎপর্য

পরমাত্মারূপে ভগবান সব কিছুর মধ্যে অবস্থিত। বিভিন্ন অবতার রূপেও তিনি আবির্ভূত হন অথবা তাঁর কোনও ভক্তকে অবতার রূপে আচরণ করার জন্য শক্তি প্রদান করেন। অভক্তদের নিকট ভগবানের এই সমস্ত রূপ অজ্ঞাত। বিমোহিত বদ্ধ জীবেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসলে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানের মাধ্যমে তাদের ভোগ্য। বিশেষ কোনও জাগতিক বর প্রার্থনা করে আর ভগবানের সৃষ্টিকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করে, অভক্তরা ভগবানের যথার্থ রূপ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই তারা মূর্খ এবং বিমোহিতই থেকে যায়। এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সব কিছুরই সৃষ্টি, পালন এবং লয় রয়েছে, আর এইভাবে পরমাত্মাই কেবল জড় জগতের প্রকৃত নিয়ামক। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরমাত্মা যখন তাঁর ভগবত্তা প্রমাণের জন্য বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হন, মূর্খ লোকেরা মনে করে যে, পরমাত্মাও জড়া প্রকৃতির আর একটি সৃষ্টি মাত্র। এই শ্লোকে যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি যথার্থই তাদের দর্শন করছেন, তাঁকে তারা দেখতে পায় না, আর এইভাবে বিমোহিতই থেকে যায়।

শ্লোক ৫

যাঃ কাশ্চ ভূমৌ দিবি বৈ রসায়াং
বিভূতয়ো দিক্ষু মহাবিভূতে ।
তা মহ্যমাখ্যাহ্যনুভাবিতাস্তে
নমামি তে তীর্থপদাঙ্ঘ্রিপদ্মম্ ॥ ৫ ॥

যাঃ কাঃ—যা কিছুই; চ—ও; ভূমৌ—পৃথিবীতে; দিবি—স্বর্গে; বৈ—বস্তুতঃ; রসায়াম্—নরকে; বিভূতয়ঃ—শক্তিসমূহ; দিক্ষু—সর্বদিকে; মহাবিভূতে—হে পরম শক্তিমান; তাঃ—সেই সকল; মহ্যম্—আমাকে; আখ্যাহি—অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন;

অনুভাবিতাঃ—প্রকাশিত; **তে**—আপনার দ্বারা; **নমামি**—আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই; **তে**—আপনার; **তীর্থপদ**—সমস্ত তীর্থের ধাম; **অঙ্ঘ্রি-পদ্মম্**—পাদ পদ্মে।

অনুবাদ

হে পরম শক্তিমান ভগবান, পৃথিবী, স্বর্গ, নরক এবং বস্তুতঃ সমস্ত দিকে প্রকাশিত আপনার অসংখ্য শক্তি সম্বন্ধে অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন। সমস্ত তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ আপনার পাদপদ্মে আমি আমার বিনীত প্রণাম জানাই।

তাৎপর্য

উদ্ধব এখানে ভগবানের নিকট এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত ভগবানের জড় এবং চিন্ময় শক্তিসমূহ সম্বন্ধে জানতে চাইছেন। সাধারণ পশু বা পোকা-মাকড় যেমন মানুষের শহরে বাস করলেও তাদের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক বা সামরিক সাফল্যের কোনও প্রশংসা করতে পারে না, তদ্রূপ, মূর্খ জড়বাদীরা পরমেশ্বর ভগবানের মহান ঐশ্বর্য, এমনকি যেগুলি আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডেই প্রকাশিত, তারও প্রশংসা তারা করতে পারে না। সাধারণ মানুষ যাতে প্রশংসা করতে পারে, তার জন্য উদ্ধব ভগবানকে তাঁর কতগুলি শক্তি এবং সেগুলি কী কী রূপে কাজ করছে, তা প্রকাশ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছেন পরমেশ্বর ভগবান, আর এইভাবে যেকোন মহৎ এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রকাশই সর্বোপরি স্বয়ং ভগবানের ওপর নির্ভরশীল।

শ্লোক ৬

শ্রীভগবানুবাচ

এবমেতদহং পৃষ্টঃ প্রশ্নং প্রশ্নবিদাম্বর ।
যুযুৎসুনা বিনশনে সপত্নৈরর্জুনেন বৈ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরম পুরুষ ভগবান বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **এতৎ**—এই; **অহম্**—আমি; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছিলাম; **প্রশ্নম্**—প্রশ্ন বা প্রসঙ্গ; **প্রশ্ন-বিদাম্**—কীভাবে প্রশ্ন করতে হয়, যাঁরা জানেন; **বর**—আপনি, যিনি শ্রেষ্ঠ; **যুযুৎসুনা**—যুদ্ধকামীর দ্বারা; **বিনশনে**—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে; **সপত্নৈঃ**—তার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর সঙ্গে; **অর্জুনেন**—অর্জুন কর্তৃক; **বৈ**—বস্তুতঃ।

অনুবাদ

পরম পুরুষ ভগবান বললেন—হে শ্রেষ্ঠ প্রশ্ন কর্তা, তুমি এখন যে প্রশ্ন করছ, সেই একই প্রশ্ন কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে যুদ্ধকামী অর্জুন আমার নিকট উপস্থাপন করেছিল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুশি হয়েছিলেন, যেহেতু তাঁর দুই বন্ধু, অর্জুন এবং উদ্ধব, তাঁর ঐশ্বর্য সম্পর্কে একই প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, তাঁর দুই প্রিয় বন্ধু তাঁকে একই রকম প্রশ্ন করেছেন, ভারি চমৎকার।

শ্লোক ৭

জ্ঞাত্বা জ্ঞাতিবধং গর্হ্যমধর্মং রাজ্যহেতুকম্ ।
ততো নিবৃত্তো হন্তাহং হতোঽয়মিতি লৌকিকঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞাত্বা—জ্ঞাত হয়ে; জ্ঞাতি—তার আত্মীয়ের; বধম্—বধ; গর্হ্যম্—ঘৃণ্য; অধর্মম্—অধর্ম; রাজ্য—রাজ্য লাভ করতে; হেতুকম্—উদ্দেশ্যে; ততঃ—এইরূপ ক্রিয়াকলাপ থেকে; নিবৃত্তঃ—নিবৃত্ত; হন্তা—হত্যাকারী; অহম্—আমিই; হতঃ—হত; অয়ম্—এই আত্মীয় স্বজনের দল; ইতি—এইভাবে; লৌকিকঃ—জাগতিক।

অনুবাদ

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গণে অর্জুন ভেবেছিল যে, তাঁর আত্মীয় স্বজনরা নিহত হলে, তা হবে এক ঘৃণ্য, পাপকর্ম, যা কেবলই রাজ্য লাভের দুরাশার ফল। তাই সে যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে ভেবেছিল, "আমি আমার আত্মীয় স্বজনের হত্যার কারণ হব। ওরা বিনাশ হবে।" এইভাবে অর্জুন জাগতিক চেতনার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উদ্ধবের নিকট ব্যাখ্যা করছেন, শ্রীঅর্জুন কী পরিস্থিতিতে তাঁকে এই ধরনের প্রশ্ন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স তদা পুরুষব্যাঘ্রো যুক্ত্যা মে প্রতিবোধিতঃ ।
অভ্যভাষত মামেবং যথা ত্বং রণমূর্ধনি ॥ ৮ ॥

সঃ—সে; তদা—তখন; পুরুষ-ব্যাঘ্রঃ—নরব্যাঘ্র; যুক্ত্যা—যুক্তির দ্বারা; মে—আমার দ্বারা; প্রতিবোধিতঃ—প্রকৃত জ্ঞানে উদ্ভাসিত; অভ্যভাষত—প্রশ্ন করেছিল; মাম্—আমাকে; এবম্—এইভাবে; যথা—ঠিক যেমন; ত্বম্—তুমি; রণ—যুদ্ধের; মূর্ধনি—সম্মুখে।

অনুবাদ

সেই সময় নরব্যাঘ্র অর্জুনকে যুক্তি তর্কের দ্বারা প্রবোধিত করেছিলাম, আর তখনই সেই রণাঙ্গনে অর্জুন আমাকে অনুরূপ প্রশ্ন করেছিল, যেমনটি তুমি এখন করছ।

শ্লোক ৯

অহমাত্মোদ্ধবামীষাং ভূতানাং সুহৃদীশ্বরঃ ।
অহং সর্বাণি ভূতানি তেষাং স্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ ॥ ৯ ॥

অহম্—আমিই; আত্মা—পরমাত্মা; উদ্ধব—হে উদ্ধব; অমীষাম্—এ সমস্তের; ভূতানাম্—জীব; সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী; ঈশ্বরঃ—পরম নিয়ামক; অহম্—আমিই; সর্বাণি-ভূতানি—সমস্ত জীব; তেষাম্—তাদের; স্থিতি—পালন; উদ্ভব—সৃষ্টি; অপ্যয়ঃ—এবং লয়।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, আমি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আমি তাদের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পরম নিয়ামক। সমস্ত জীবের স্রষ্টা, পালন কর্তা এবং প্রলয় কর্তা হওয়ার ফলে আমি তাদের থেকে অভিন্ন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী ভাষ্য করেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ঐশ্বর্যের সঙ্গে অপাদান এবং সম্বন্ধপদ মূলক সম্পর্ক বজায় রাখেন। অর্থাৎ, ভগবান জীব থেকে অভিন্ন, যেহেতু তারা তাঁর থেকে উদ্ভূত এবং তারা তাঁরই অধিকারভুক্ত। *ভগবদ্গীতার* দশম অধ্যায়ে (১০/২০) অর্জুনকে ভগবান একটি অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, তা একই শব্দ *অহম্ আত্মা* দিয়ে শুরু হয়েছে। যদিও ভগবান তাঁর বহিরঙ্গা বা জড় ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বর্ণনা করছেন, ভগবানের পদ সর্বদাই দিব্য এবং অপ্রাকৃত। ঠিক যেমন জীবাত্মা দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, তদ্রূপ ভগবান তাঁর পরাশক্তির দ্বারা সমস্ত মহাজাগতিক ঐশ্বর্যে প্রাণ সঞ্চার করেন।

শ্লোক ১০

অহং গতির্গতিমতাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
গুণানাঞ্চাপ্যহং সাম্যং গুণিন্যৌৎপত্তিকো গুণঃ ॥ ১০ ॥

অহম্—আমি; গতিঃ—অন্তিম লক্ষ্য; গতি-মতাম্—যারা উন্নতিকামী, তাদের; কালঃ—কাল; কলয়তাম্—যারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে; অহম্—আমি; গুণানাম্—জড়া প্রকৃতির গুণের; চ—এবং; অপি—এমনকি; অহম্—আমি; সাম্যম্—জড় সাম্য; গুণিনি—পুণ্যবানদের মধ্যে; ঔৎপত্তিকঃ—স্বাভাবিক; গুণঃ—সদ্গুণ।

অনুবাদ

আমিই হচ্ছি প্রগতিকামীদের অন্তিম লক্ষ্য, নিয়ন্ত্রণকামীদের মধ্যে আমি কাল। জড়া প্রকৃতির গুণসমূহের সাম্য আমিই এবং পুণ্যবানদের মধ্যে আমিই স্বাভাবিক সদ্গুণ।

শ্লোক ১১

গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্ ।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ ॥ ১১ ॥

গুণিনাম্—যাদের মধ্যে গুণ রয়েছে তাদের; অপি—বস্তুতঃ; অহম্—আমি; সূত্রম্—প্রাথমিক সূত্রতত্ত্ব; মহতাম্—মহৎ বস্তুর মধ্যে; চ—ও; মহান্—সমগ্র জড় প্রকাশ; অহম্—আমি; সূক্ষ্মাণাম্—সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে; অপি—বস্তুতঃ; অহম্—আমি; জীবঃ—জীবাত্মা; দুর্জয়ানাম্—দুর্জয় বস্তুসমূহের মধ্যে; অহম্—আমি; মনঃ—মন।

অনুবাদ

গুণসমন্বিত বস্তুসমূহের মধ্যে আমি প্রকৃতির মুখ্য প্রকাশ, এবং মহান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সমগ্র জড় সৃষ্টি। সূক্ষ্মবস্তুসমূহের মধ্যে আমি আত্মা, এবং দুর্জয় বস্তু সমূহের মধ্যে আমি মন।

শ্লোক ১২

হিরণ্যগর্ভো বেদানাং মন্ত্রাণাং প্রণবস্ত্রিবৃৎ ।
অক্ষরাণামকারোঽস্মি পদানি চ্ছন্দসামহম্ ॥ ১২ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ—শ্রীব্রহ্মা; বেদানাম্—বেদসমূহের মধ্যে; মন্ত্রাণাম্—মন্ত্রের মধ্যে; প্রণবঃ—ওঁকার; ত্রিবৃৎ—তিনটি অক্ষর সমন্বিত; অক্ষরাণাম্—অক্ষরের; অ-কারঃ—প্রথম অক্ষর, অ; অস্মি—আমি; পদানি—ত্রিপদা গায়ত্রী মন্ত্র; ছন্দসাম্—পবিত্র ছন্দের মধ্যে; অহম্—আমি।

অনুবাদ

বেদসমূহের মধ্যে, আমি হচ্ছি তাদের আদি শিক্ষক ব্রহ্মা, এবং সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে আমি ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকার। অক্ষরসমূহের মধ্যে আমি প্রথম অক্ষর, "অ," এবং পবিত্র ছন্দের মধ্যে আমি গায়ত্রী মন্ত্র।

শ্লোক ১৩

ইন্দ্রোঽহং সর্বদেবানাং বসূনামস্মি হব্যবাট্ ।
আদিত্যানামহং বিষ্ণুরুদ্রাণাং নীললোহিতঃ ॥ ১৩ ॥

ইন্দ্রঃ—ইন্দ্রদেব; অহম্—আমি; সর্বদেবানাম্—দেবতাদের মধ্যে; বসূনাম্—বসুদের মধ্যে; অস্মি—আমি; হব্যবাট্—হবির বাহক অর্থাৎ অগ্নিদেব; আদিত্যানাম্—অদিতি পুত্রগণের মধ্যে; অহম্—আমি; বিষ্ণুঃ—বিষ্ণু; রুদ্রাণাম্—রুদ্রগণের মধ্যে; নীল-লোহিতঃ—শ্রীশিব।

অনুবাদ

দেবগণের মধ্যে আমি ইন্দ্র, এবং বসুগণের মধ্যে আমি অগ্নি। অদিতিপুত্রগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, এবং রুদ্রগণের মধ্যে আমি শিব।

তাৎপর্য

অদিতিপুত্রগণের মধ্যে ভগবান বিষ্ণু বামনদেব রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৪

ব্রহ্মর্ষীণাং ভৃগুরহং রাজর্ষীণামহং মনুঃ ।
দেবর্ষীণাং নারদোঽহং হবির্ধান্যস্মি ধেনুষু ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্ম-ঋষীণাম্—ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে; ভৃগুঃ—ভৃগুমুনি; অহম্—আমি; রাজ-ঋষীণাম্—রাজর্ষিগণের মধ্যে; অহম্—আমি; মনুঃ—মনু; দেব-ঋষীণাম্—দেবর্ষিগণের মধ্যে; নারদঃ—নারদমুনি; অহম্—আমি; হবির্ধানী—কামধেনু; অস্মি—আমি; ধেনুষু—ধেনুগণের মধ্যে।

অনুবাদ

ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু এবং রাজর্ষিগণের মধ্যে আমি মনু। দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ এবং গাভীগণের মধ্যে আমি কামধেনু।

শ্লোক ১৫

সিদ্ধেশ্বরাণাং কপিলঃ সুপর্ণোঽহং পতত্রিণাম্ ।
প্রজাপতীনাং দক্ষোঽহং পিতৃণামহমর্যমা ॥ ১৫ ॥

সিদ্ধ-ঈশ্বরাণাম্—সিদ্ধগণের মধ্যে; কপিলঃ—আমি কপিলদেব; সুপর্ণঃ—গরুড়; অহম্—আমি; পতত্রিণাম্—পক্ষীগণের মধ্যে; প্রজাপতীনাম্—মানুষের পূর্বপুরুষগণের মধ্যে; দক্ষঃ—দক্ষ; অহম্—আমি; পিতৃণাম্—পিতৃপুরুষগণের মধ্যে; অহম্—আমি; অর্যমা—অর্যমা।

অনুবাদ

সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলদেব, এবং পক্ষীগণের মধ্যে গরুড়। মানুষের পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে আমি দক্ষ, এবং পিতৃপুরুষগণের মধ্যে আমি অর্যমা।

শ্লোক ১৬

মাং বিদ্ধ্যুদ্ধব দৈত্যানাং প্রহ্লাদমসুরেশ্বরম্ ।
সোমং নক্ষত্রৌষধীনাং ধনেশং যক্ষরক্ষসাম্ ॥ ১৬ ॥

মাম্—আমাকে; বিদ্ধি—তুমি জেনো; উদ্ধব—প্রিয় উদ্ধব; দৈত্যানাম্—দিতির পুত্রগণ, দৈত্যদের মধ্যে; প্রহ্লাদম্—প্রহ্লাদ মহারাজ; অসুর-ঈশ্বরম্—অসুরগণের প্রভু; সোমম্—চন্দ্র; নক্ষত্র-ওষধীনাম্—নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে; ধন-ঈশম্—ধনের ঈশ্বর কুবের; যক্ষরক্ষসাম্—যক্ষ এবং রাক্ষসদের মধ্যে।

অনুবাদ

প্রিয় উদ্ধব, দৈত্যদের মধ্যে আমাকে প্রহ্লাদ বলে জানবে, যিনি হচ্ছেন অসুরদেরও গুরু। নক্ষত্র এবং ওষধি সমূহের মধ্যে আমি তাদের প্রভু চন্দ্রদেব, এবং যক্ষ ও রাক্ষসদের মধ্যে আমি হচ্ছি ধনেশ্বর কুবের।

শ্লোক ১৭

ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং যাদসাং বরুণং প্রভুম্ ।
তপতাং দ্যুমতাং সূর্যং মনুষ্যাণাঞ্চ ভূপতিম্ ॥ ১৭ ॥

ঐরাবতম্—ঐরাবত হাতি; গজ-ইন্দ্রাণাম্—শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে; যাদসাম্—জলজ প্রাণীদের মধ্যে; বরুণম্—বরুণ; প্রভুম্—সমুদ্রের ঈশ্বর; তপতাম্—তাপ প্রদানকারীদের মধ্যে; দ্যুমতাম্—আলোক প্রদানকারীগণের মধ্যে; সূর্যম্—আমি সূর্য; মনুষ্যাণাম্—মনুষ্যগণের মধ্যে; চ—এবং; ভূপতিম্—রাজা।

অনুবাদ

শ্রেষ্ঠ হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, এবং জলজ প্রাণীসকলের মধ্যে আমি সমুদ্রের দেবতা বরুণদেব। তাপ এবং আলোক প্রদানকারী বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য, আর মনুষ্যগণের মধ্যে আমি রাজা।

তাৎপর্য

সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বা প্রভুরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করছেন, এটি জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ। কেউই শ্রীকৃষ্ণের মতো সম্ভ্রান্ত এবং যথার্থ হতে পারেন না, আবার শ্রীকৃষ্ণের মহিমার সীমাও কেউ পেতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিঃসন্দেহে পরমপুরুষ ভগবান।

শ্লোক ১৮

উচ্চৈঃশ্রবাস্তুরঙ্গাণাং ধাতূনামস্মি কাঞ্চনম্ ।
যমঃ সংযমতাঞ্চাহং সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ১৮ ॥

উচ্চৈঃশ্রবাঃ—উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব; তুরঙ্গাণাম্—অশ্বগণের মধ্যে; ধাতূনাম্—ধাতুসমূহের মধ্যে; অস্মি—আমি; কাঞ্চনম্—সোনা; যমঃ—যমরাজ; সংযমতাম্—যারা শাস্তি

দেয় ও সংযত করে, তাদের মধ্যে; চ—ও; অহম্—আমি; সর্পাণাম্—সর্পগণের মধ্যে; অস্মি—হই; বাসুকিঃ—বাসুকি।

অনুবাদ

অশ্বগণের মধ্যে আমি উচ্চৈঃশ্রবা এবং ধাতুসমূহের মধ্যে আমি স্বর্ণ। সংযমকারী ও শাস্তি প্রদানকারীদের মধ্যে আমি যমরাজ এবং সর্পগণের মধ্যে আমি বাসুকি নাগ।

শ্লোক ১৯

নাগেন্দ্রাণামনন্তোঽহং মৃগেন্দ্রঃ শৃঙ্গিদংষ্ট্রিণাম্ ।
আশ্রমাণামহং তুর্যো বর্ণানাং প্রথমোঽনঘ ॥ ১৯ ॥

নাগ-ইন্দ্রাণাম্—বহুমস্তক বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে; অনন্তঃ—অনন্তদেব; অহম্—আমি হই; মৃগ-ইন্দ্রঃ—সিংহ; শৃঙ্গি-দংষ্ট্রিণাম্—ধারালো শিং এবং দাঁতসমন্বিত পশুসমূহের মধ্যে; আশ্রমাণাম্—জীবনের চারটি আশ্রমের মধ্যে; অহম্—আমি; তুর্যঃ—চতুর্থ, অর্থাৎ সন্ন্যাস; বর্ণানাম্—চারটি বৃত্তিগত বর্ণের মধ্যে; প্রথমঃ—প্রথম, ব্রাহ্মণ; অনঘ—হে নিষ্পাপ।

অনুবাদ

হে নিষ্পাপ উদ্ধব, শ্রেষ্ঠ সর্পগণের মধ্যে আমি অনন্তদেব, এবং ধারালো শিং এবং দাঁতবিশিষ্ট পশুদের মধ্যে আমি সিংহ। আশ্রমের মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং বর্ণের মধ্যে আমি ব্রাহ্মণ।

শ্লোক ২০

তীর্থানাং স্রোতসাং গঙ্গা সমুদ্রঃ সরসামহম্ ।
আয়ুধানাং ধনুরহং ত্রিপুরঘ্নো ধনুষ্মতাম্ ॥ ২০ ॥

তীর্থানাম্—তীর্থসমূহের মধ্যে; স্রোতসাম্—প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে; গঙ্গা—পবিত্র গঙ্গানদী; সমুদ্রঃ—সমুদ্র; সরসাম্—স্থির জলরাশির মধ্যে; অহম্—আমি হই; আয়ুধানাম্—অস্ত্র সমূহের মধ্যে; ধনুঃ—ধনুক; অহম্—আমি; ত্রিপুরঘ্নঃ—শ্রীশিব; ধনুঃ-মতাম্—ধনুর্ধারীগণের মধ্যে।

অনুবাদ

পবিত্র এবং প্রবহমান বস্তুসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র গঙ্গানদী এবং স্থির জলরাশির মধ্যে আমি সমুদ্র। অস্ত্রসমূহের মধ্যে আমি ধনুক এবং অস্ত্রধারীগণের মধ্যে আমি শিব।

তাৎপর্য

ময়দানব নির্মিত তিনটি আসুরিক শহরকে তীর দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করতে শিব তাঁর ধনুক ব্যবহার করেছিলেন।

শ্লোক ২১

ধিষ্ণ্যানামস্ম্যহং মেরুর্গহনানাং হিমালয়ঃ ।
বনস্পতীনামশ্বত্থ ওষধীনামহং যবঃ ॥ ২১ ॥

ধিষ্ণ্যানাম্—নিবাসস্থল; অস্মি—হই; অহম্—আমি; মেরুঃ—সুমেরু পর্বত; গহনানাম্—দুর্ভেদ্য স্থানসমূহের মধ্যে; হিমালয়ঃ—হিমালয়; বনস্পতীনাম্—বৃক্ষের মধ্যে; অশ্বত্থঃ—বটবৃক্ষ; ওষধীনাম্—উদ্ভিদের মধ্যে; অহম্—আমি; যবঃ—যব।

অনুবাদ

নিবাসস্থান সমূহের মধ্যে আমি সুমেরু পর্বত এবং দুর্ভেদ্য স্থানসমূহের মধ্যে আমি হিমালয়। বৃক্ষসমূহের মধ্যে আমি পবিত্র বটবৃক্ষ এবং উদ্ভিদসমূহের মধ্যে আমি যব।

তাৎপর্য

ওষধীনাম্ বলতে এখানে, একবার শস্য প্রদান করেই মারা যায় এমন উদ্ভিদকে বোঝাচ্ছে। তাদের মধ্যে যেগুলি শস্য প্রদান করে, যাতে মনুষ্যগণ জীবন ধারণ করে, সেগুলিই কৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে। শস্য না হলে দুধ ও দুগ্ধজাত কিছুই হবে না, আবার শস্য না হলে বৈদিক অগ্নিহোত্র যজ্ঞও সম্পাদন করা যাবে না।

শ্লোক ২২

পুরোধসাং বসিষ্ঠোঽহং ব্রহ্মিষ্ঠানাং বৃহস্পতিঃ ।
স্কন্দোঽহং সর্বসেনান্যামগ্রণ্যাং ভগবানজঃ ॥ ২২ ॥

পুরোধসাম্—পুরোহিতগণের মধ্যে; বসিষ্ঠঃ—বসিষ্ঠমুনি; অহম্—আমি; ব্রহ্মিষ্ঠানাম্—যারা বৈদিক সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্যে রত তাদের মধ্যে; বৃহস্পতিঃ—দেবগুরু বৃহস্পতি; স্কন্দঃ—কার্তিকেয়; অহম্—আমি; সর্ব-সেনান্যাম্—সমস্ত সেনাপতিদের মধ্যে; অগ্রণ্যাম্—পুণ্যজীবনে অগ্রসরগণের মধ্যে; ভগবান্—মহান ব্যক্তি; অজঃ—শ্রীব্রহ্মা।

অনুবাদ

পুরোহিতগণের মধ্যে আমি বসিষ্ঠমুনি এবং বৈদিক সংস্কৃতির সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিতদের মধ্যে আমি বৃহস্পতি। মহান সেনাপতিগণের মধ্যে আমি কার্তিকেয় এবং জীবনে যারা শ্রেষ্ঠতর পথে এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

শ্লোক ২৩

যজ্ঞানাং ব্রহ্মযজ্ঞোঽহং ব্রতানামবিহিংসনম্ ।
বায্বগ্ন্যর্কাম্বুবাগাত্মা শুচীনামপ্যহং শুচিঃ ॥ ২৩ ॥

যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসমূহের; **ব্রহ্মযজ্ঞঃ**—বেদাধ্যয়ন; **অহম্**—আমি; **ব্রতানাম্**—ব্রতসমূহের; **অবিহিংসনম্**—অহিংসা; **বায়ু**—বায়ু; **অগ্নি**—আগুন; **অর্ক**—সূর্য; **অম্বু**—জল; **বাক্**—এবং বাক্য; **আত্মা**—মূর্তিমান; **শুচীনাম্**—সমস্ত বিশোধকের মধ্যে; **অপি**—বস্তুতঃ; **অহম্**—আমি; **শুচিঃ**—শুদ্ধ।

অনুবাদ

সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে আমি হচ্ছি বেদাধ্যয়ন এবং সমস্ত ব্রতের মধ্যে আমি অহিংসা। বিশোধকসমূহের মধ্যে আমি হচ্ছি বায়ু, অগ্নি, সূর্য, জল এবং বাক্য।

শ্লোক ২৪

যোগানামাত্মসংরোধো মন্ত্রোঽস্মি বিজিগীষতাম্ ।
আন্বীক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্ ॥ ২৪ ॥

যোগানাম্—যোগের আটটি স্তরের মধ্যে (অষ্টাঙ্গ); **আত্মসংরোধঃ**—অন্তিম পর্যায়, সমাধি—যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত হয়; **মন্ত্রঃ**—পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ; **অস্মি**—আমি হই; **বিজিগিষতাম্**—জয়েচ্ছুগণের মধ্যে; **আন্বীক্ষিকী**—পারমার্থিক বিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় ও চিৎ বস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়; **কৌশলানাম্**—নিপুণ বিচারবোধের সমস্ত পদ্ধতির মধ্যে; **বিকল্পঃ**—অনুভূতির অসাদৃশ্য; **খ্যাতিবাদিনাম্**—মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে।

অনুবাদ

যোগের আটটি ক্রমপর্যায়ের মধ্যে আমি সমাধি, যে অবস্থায় আত্মা সম্পূর্ণরূপে মায়া মুক্ত হয়। জয়েচ্ছুগণের মধ্যে আমি হচ্ছি পরিণামদর্শী রাজনৈতিক উপদেশ এবং নিপুণ বিচারবোধের পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আমি আত্মবিজ্ঞান, যার দ্বারা জড় থেকে চিৎবস্তুর পার্থক্য নিরূপণ করা যায়। সমস্ত মনোধর্মী দার্শনিকগণের মধ্যে আমি হচ্ছি বিসদৃশ অনুভূতি।

তাৎপর্য

যেকোন বিজ্ঞানই নিপুণ বিচারবোধের ক্ষমতার ওপর আধারিত। বিচ্ছিন্ন এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপণের মাধ্যমে মানুষ যে কোনও ক্ষেত্রে দক্ষ হতে পারে। সর্বোপরি সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি জড় বস্তু থেকে আত্মাকে

পৃথক করতে পারেন। তাঁরা জড় বস্তু এবং চিৎ বস্তুর গুণাবলী যে সত্যের পৃথক এবং পরস্পরের ওপর ক্রিয়াশীল অঙ্গ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। অসংখ্য মনোধর্মী দর্শনের দ্রুত অগ্রগতির কারণ হচ্ছে, জড় জগতের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের অনুভূতি। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) বলা হয়েছে, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যেকের হৃদয়ে অবস্থিত এবং যিনি তাদেরকে তাদের বাসনা এবং যোগ্যতা অনুসারে নির্দিষ্ট মাত্রায় জ্ঞান অথবা বিস্মৃতি প্রদান করেন। এইভাবে ভগবান নিজেই হচ্ছেন মনোধর্মী জাগতিক দর্শনের আধারস্বরূপ। কেননা তিনিই বদ্ধজীবদের মধ্যে পৃথক এবং বিকল্প ভাবের অনুভূতি সৃষ্টি করেন। জড়বদ্ধ দার্শনিকগণ, তাঁদের ব্যক্তিগত বাসনার পর্দায় ত্রুটিপূর্ণ অনুভূতির মাধ্যমে জগতকে দর্শন করে থাকেন। তাই তাঁদের নিকট থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে তা হয় না; আমাদের বুঝতে হবে যে, কেবলমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিকট থেকে সরাসরি শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারি।

শ্লোক ২৫

স্ত্রীণাং তু শতরূপাহং পুংসাং স্বায়ম্ভুবো মনুঃ ।
নারায়ণো মুনীনাঞ্চ কুমারো ব্রহ্মচারিণাম্ ॥ ২৫ ॥

স্ত্রীণাম্—স্ত্রীদের মধ্যে; **তু**—অবশ্যই; **শতরূপা**—শতরূপা; **অহম্**—আমি হই; **পুংসাম্**—পুরুষদের মধ্যে; **স্বায়ম্ভুবঃ মনুঃ**—মহান প্রজাপতি স্বায়ম্ভুব মনু; **নারায়ণঃ**—নারায়ণ ঋষি; **মুনিনাম্**—মুনিদের মধ্যে; **চ**—ও; **কুমারঃ**—সনৎকুমার; **ব্রহ্মচারিণাম্**—ব্রহ্মচারীদের মধ্যে।

অনুবাদ

নারীদের মধ্যে আমি শতরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে তার স্বামী, স্বায়ম্ভুব মনু। ঋষিদের মধ্যে আমি নারায়ণ এবং ব্রহ্মচারীদের মধ্যে আমি সনৎকুমার।

শ্লোক ২৬

ধর্মাণামস্মি সন্ন্যাসঃ ক্ষেমাণামবহির্মতিঃ ।
গুহ্যানাং সুনৃতং মৌনং মিথুনানামজস্ত্বহম্ ॥ ২৬ ॥

ধর্মাণাম্—ধর্মসমূহের মধ্যে; **অস্মি**—আমি; **সন্ন্যাসঃ**—সন্ন্যাস; **ক্ষেমাণাম্**—সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে; **অবহিঃ-মতিঃ**—আত্মচেতনা (নিত্য আত্মার); **গুহ্যানাম্**—রহস্য সমূহের; **সুনৃতম্**—মধুর ভাষণ; **মৌনম্**—মৌন; **মিথুনানাম্**—যৌন যুগল সকলের মধ্যে; **অজঃ**—আদি প্রজাপতি ব্রহ্মা; **তু**—অবশ্যই; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

ধর্মীয় নিয়মাবলীর মধ্যে আমি সন্ন্যাস এবং সমস্ত প্রকার নিরাপত্তার মধ্যে আমি হচ্ছি হৃদয়স্থ নিত্য আত্মচেতনা। গোপনীয়তার মধ্যে আমি মনোরম বাক্য ও মৌন এবং মিথুনগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা।

তাৎপর্য

যিনি হৃদয়স্থ নিত্য আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি কোনও জাগতিক অবস্থাকেই ভয় পান না, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার যোগ্য পাত্র। জড় জীবনে ভয় হচ্ছে একটি বিরাট ক্লেশ; তাই নির্ভয়তারূপ উপহার খুবই মূল্যবান এবং তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। সাধারণ মনোরম বাক্য এবং মৌন, উভয়ের দ্বারাই গোপনীয় ব্যাপারগুলির খুব সামান্যই প্রকাশ পায়। এইভাবে কূটনীতি এবং নীরবতা উভয়ই গোপনীয়তা রক্ষার সহায়ক। যৌন মিলনে যুগলগণের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ব্রহ্মা। যেহেতু আদি সুন্দর যুগল, স্বায়ম্ভুব মনু এবং শতরূপা, শ্রীব্রহ্মার শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন। সে কথা *শ্রীমদ্ভাগবতের* তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

শ্লোক ২৭

সংবৎসরোঽস্ম্যনিমিষামৃতূনাং মধুমাধবৌ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহং নক্ষত্রাণাং তথাভিজিৎ ॥ ২৭ ॥

সংবৎসরঃ—বৎসর; অস্মি—আমি; অনিমিষাম্—সতর্ক কাল চক্রের মধ্যে; ঋতূনাম্—ঋতুগণের মধ্যে; মধু-মাধবৌ—বসন্তকাল; মাসানাম্—মাসসমূহের মধ্যে; মার্গশীর্ষঃ—মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ মাস); অহম্—আমি; নক্ষত্রাণাম্—নক্ষত্রসমূহের মধ্যে; তথা—তদ্রূপ; অভিজিৎ—অভিজিৎ।

অনুবাদ

সতর্ক কালচক্রসমূহের মধ্যে আমি বৎসর, ঋতুগণের মধ্যে আমি বসন্ত। মাসের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ এবং নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি মঙ্গলময় অভিজিৎ।

শ্লোক ২৮

অহং যুগানাঞ্চ কৃতং ধীরাণাং দেবলোঽসিতঃ ।
দ্বৈপায়নোঽস্মি ব্যাসানাং কবীনাং কাব্য আত্মবান্ ॥ ২৮ ॥

অহম্—আমি; যুগানাম্—যুগ সকলের মধ্যে; চ—এবং; কৃতম্—সত্যযুগ; ধীরাণাম্—ধীর মুনিগণের মধ্যে; দেবলঃ—দেবল; অসিতঃ—অসিত; দ্বৈপায়নঃ—

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন; অস্মি—আমি; ব্যাসানাম্—বেদের প্রণেতাগণের মধ্যে; কবীনাম্—বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে; কাব্যঃ—শুক্রাচার্য; আত্মবান্—পারমার্থিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত।

অনুবাদ

যুগের মধ্যে আমি সত্যযুগ, এবং ধীর ঋষিগণের মধ্যে আমি দেবল ও অসিত। বেদের বিভাজনকারীদের মধ্যে আমি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে আমি পারমার্থিক বিজ্ঞানের জ্ঞাতা শুক্রাচার্য।

শ্লোক ২৯

বাসুদেবো ভগবতাং ত্বং তু ভাগবতেষ্বহম্ ।
কিম্পুরুষাণাং হনুমান্ বিদ্যাধ্রাণাং সুদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

বাসুদেবঃ—পরম পুরুষ ভগবান; ভগবতাম্—যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত; ত্বম্—তুমি; তু—অবশ্যই; ভাগবতেষু—আমার ভক্তদের মধ্যে; অহম্—আমি; কিম্পুরুষাণাম্—কিম্পুরুষগণের মধ্যে; হনুমান্—হনুমান; বিদ্যাধ্রাণাম্—বিদ্যাধরগণের মধ্যে; সুদর্শনঃ—সুদর্শন।

অনুবাদ

যাঁরা ভগবান নামে আখ্যায়িত, তাঁদের মধ্যে আমি বাসুদেব এবং ভক্তদের মধ্যে উদ্ধব তুমিই হচ্ছ আমার প্রতিনিধি। কিম্পুরুষগণের মধ্যে আমি হনুমান এবং বিদ্যাধরগণের মধ্যে আমি সুদর্শন।

তাৎপর্য

বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যিনি সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বজ্ঞ, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদিও মহান ব্যক্তিগণকে অনেক সময় ভগবান বলে সম্বোধন করা হয়, সর্বোপরি ভগবান হচ্ছেন পরম সত্ত্বা, যিনি অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী। *পুরাণে* অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে "ভগবান" রূপে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর ভগবান একজনই। ভগবানের চতুর্ব্যূহের প্রথম প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, যিনি ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের সমস্ত প্রকাশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্লোক ৩০

রত্নানাং পদ্মরাগোঽস্মি পদ্মকোশঃ সুপেশসাম্ ।
কুশোঽস্মি দর্ভজাতীনাং গব্যমাজ্যং হবিঃষ্বহম্ ॥ ৩০ ॥

রত্নানাম্—রত্নসমূহের; পদ্মরাগঃ—পদ্মরাগ মণি, চুনি; অস্মি—আমি; পদ্মকোশঃ—পদ্মকোশ; সুপেশসাম্—সুন্দর বস্তুসমূহের মধ্যে; কুশঃ—পবিত্র কুশ ঘাস; অস্মি—আমি; দর্ভজাতীনাম্—সমস্ত ঘাসের মধ্যে; গব্যম্—গব্য; আজ্যম্—ঘৃতাহুতি; হবিঃষু—হবির মধ্যে; অহম্—আমি।

অনুবাদ

রত্নসমূহের মধ্যে আমি পদ্মরাগ বা চুনি এবং সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে আমি পদ্মকোশ। সমস্ত ঘাসের মধ্যে আমি পবিত্র কুশ এবং সমস্ত আহুতির মধ্যে আমি ঘৃত এবং গাভী থেকে প্রাপ্ত সমস্ত উপকরণ।

তাৎপর্য

পঞ্চগব্য বলতে গাভী থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি উপাদান, যেমন দুগ্ধ, ঘৃত, দধি, গোময় ও গোমূত্রকে বোঝায়। গাভী এত মূল্যবান যে, তার বিষ্ঠা এবং মূত্রও পচন নিবারক এবং যজ্ঞে আহুতি প্রদান করার যোগ্য উপাদান। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কুশ ঘাসও ব্যবহার করা হয়। মহারাজ পরীক্ষিত তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহে উপবেশনের জন্য কুশাসন ব্যবহার করেছিলেন। সুন্দর বস্তুসকলের মধ্যে পদ্মের পাপড়ি বেষ্টিত পদ্মকোশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রত্নসমূহের মধ্যে চুনি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তুভ মণির মতোই, ভগবানের শক্তির প্রতীক।

শ্লোক ৩১

ব্যবসায়িনামহং লক্ষ্মীঃ কিতবানাং ছলগ্রহঃ ।
তিতিক্ষাস্মি তিতিক্ষূণাং সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যবসায়িনাম্—ব্যবসায়ীগণের; অহম্—আমি; লক্ষ্মীঃ—সৌভাগ্য; কিতবানাম্—প্রতারকদের; ছলগ্রহঃ—দ্যূতক্রীড়া; তিতিক্ষা—ক্ষমা; অস্মি—আমি; তিতিক্ষূণাম্—সহিষ্ণুগণের মধ্যে; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; সত্ত্ববতাম্—সাত্ত্বিকগণের মধ্যে; অহম্—আমি।

অনুবাদ

ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আমি সৌভাগ্য এবং প্রতারকদের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া। সহিষ্ণুগণের মধ্যে আমি ক্ষমা এবং সাত্ত্বিকগণের মধ্যে আমি সদ্‌গুণাবলী।

শ্লোক ৩২

ওজঃ সহো বলবতাং কর্মাহং বিদ্ধি সাত্বতাম্ ।
সাত্বতাং নবমূর্তীনামাদিমূর্তিরহং পরা ॥ ৩২ ॥

ওজঃ—ইন্দ্রিয়শক্তি; সহঃ—মানসিক বল; বলবতাম্—বলবানদের; কর্ম—ভক্তিযুক্ত ক্রিয়াকলাপ; অহম্—আমি; বিদ্ধি—জেনে রাখো; সাত্বতাম্—ভক্তগণের মধ্যে; সাত্বতাম্—সেই ভক্তদের মধ্যে; নব-মূর্তীনাম্—যারা আমাকে নয়রূপে উপাসনা করে; আদি-মূর্তিঃ—আদিরূপ বাসুদেব; অহম্—আমি; পরা—পরম।

অনুবাদ

তেজস্বীগণের মধ্যে আমি দৈহিক এবং মানসিক বল এবং আমার ভক্তদের ভক্তিযুক্তকর্ম আমি। আমার ভক্তরা আমাকে নয়টি বিভিন্ন রূপে উপাসনা করে থাকে, তার মধ্যে আমি প্রথম বাসুদেব।

তাৎপর্য

বৈষ্ণবগণ সাধারণত, ভগবানের বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ এবং ব্রহ্মা রূপের আরাধনা করেন। আমরা জানি যে, যখন ব্রহ্মার পদ পূরণের জন্য কোনও উপযুক্ত জীবকে না পাওয়া যায়, ভগবান স্বয়ং সেই পদ অলংকৃত করেন; তাই শ্রীব্রহ্মার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। ভগবান বিষ্ণু কখনও কখনও ইন্দ্র বা ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হন, আর এখানে যে ব্রহ্মার উল্লেখ করা হয়েছে, তিনিও বিষ্ণু।

শ্লোক ৩৩

বিশ্বাবসুঃ পূর্বচিত্তির্গন্ধর্বাপ্সরসামহম্ ।
ভূধরাণামহং স্থৈর্যং গন্ধমাত্রমহং ভুবঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বাবসুঃ—বিশ্বাবসু; পূর্বচিত্তিঃ—পূর্বচিত্তি; গন্ধর্ব-অপ্সর-অসাম্—গন্ধর্ব এবং অপ্সরাগণের মধ্যে; অহম্—আমি; ভূধরাণাম্—পর্বতসমূহের মধ্যে; অহম্—আমি; স্থৈর্যম্—স্থৈর্য; গন্ধ-মাত্রম্—সুগন্ধের অনুভূতি; অহম্—আমি; ভুবঃ—পৃথিবীর।

অনুবাদ

গন্ধর্বগণের মধ্যে আমি বিশ্বাবসু এবং স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মধ্যে আমি পূর্বচিত্তি। পর্বতসমূহের মধ্যে স্থৈর্য, আর পৃথিবীর সুগন্ধ আমি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৭/৯) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, *পুণ্যোগন্ধঃ পৃথিব্যাং চ*—"পৃথিবীর সুগন্ধ আমি।" পৃথিবীর আদি সুগন্ধ অত্যন্ত মনোরম, আর তা শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। কৃত্রিমভাবে হয়তো দুর্গন্ধ উৎপাদন করা যেতে পারে, সেগুলি ভগবানের প্রতীক নয়।

শ্লোক ৩৪

অপাং রসশ্চ পরমস্তেজিষ্ঠানাং বিভাবসুঃ ।
প্রভা সূর্যেন্দুতারাণাং শব্দোঽহং নভসঃ পরঃ ॥ ৩৪ ॥

অপাম্—জলের; রসঃ—স্বাদ; চ—এবং; পরমঃ—সর্বোত্তম; তেজিষ্ঠানাম্—সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে; বিভাবসুঃ—সূর্য; প্রভা—জ্যোতি; সূর্য—সূর্যের; ইন্দু—চন্দ্র; তারাণাম্—এবং তারকাগণ; শব্দঃ—শব্দধ্বনি; অহম্—আমি; নভসঃ—আকাশের; পরঃ—দিব্য।

অনুবাদ

জলের মিষ্ট স্বাদ আমি এবং উজ্জ্বল বস্তুসমূহের মধ্যে আমি সূর্য। সূর্য, চন্দ্র এবং তারকার জ্যোতি আমি এবং আকাশের ধ্বনির মধ্যে দিব্য শব্দ আমি।

শ্লোক ৩৫

ব্রহ্মণ্যানাং বলিরহং বীরাণামহমর্জুনঃ ।
ভূতানাং স্থিতিরুৎপত্তিরহং বৈ প্রতিসংক্রমঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মণ্যানাম্—যাঁরা বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত তাঁদের; বলিঃ—বলি মহারাজ, বিরোচনের পুত্র; অহম্—আমি; বীরাণাম্—বীরগণের; অহম্—আমি; অর্জুনঃ—অর্জুন; ভূতানাম্—সমস্ত জীবের; স্থিতিঃ—স্থিতি; উৎপত্তিঃ—উৎপত্তি; অহম্—আমি; বৈ—বস্তুতঃ; প্রতিসংক্রমঃ—লয়।

অনুবাদ

বৈদিক সংস্কৃতির প্রতি উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমি বিরোচনপুত্র বলি এবং বীরগণের মধ্যে আমি অর্জুন। বস্তুতঃ সমস্ত জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় আমিই।

শ্লোক ৩৬

গত্যুক্ত্যুৎসর্গোপাদানমানন্দস্পর্শলক্ষণম্ ।
আস্বাদশ্রুত্যবঘ্রাণমহং সর্বেন্দ্রিয়েন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩৬ ॥

গতি—চরণের গতি (হাঁটা, দৌড়ানো ইত্যাদি); উক্তি—সম্ভাষণ; উৎসর্গ—মলত্যাগ; উপাদানম্—হস্তের দ্বারা গ্রহণ করা; আনন্দ—যৌনাঙ্গের জড় আনন্দ; স্পর্শ—স্পর্শ; লক্ষণম্—দৃশ্য; আস্বাদ—স্বাদ; শ্রুতি—শ্রবণ করা; অবঘ্রাণম্—গন্ধ; অহম্—আমি; সর্ব-ইন্দ্রিয়—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের; ইন্দ্রিয়ম্—ভোগ্যবস্তুর অভিজ্ঞতা লাভের ক্ষমতা।

অনুবাদ

আমি গমন, সম্ভাষণ, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দক্রিয়া, স্পর্শ, দর্শন, আস্বাদন, শ্রবণ এবং আঘ্রাণস্বরূপ। যে শক্তির দ্বারা প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার বিশেষ ভোগ্য বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করে সেই শক্তিও আমি।

শ্লোক ৩৭

পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্ ।
বিকারঃ পুরুষোঽব্যক্তং রজঃ সত্ত্বং তমঃ পরম্ ।
অহমেতৎপ্রসঙ্খ্যানং জ্ঞানং তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পৃথিবী—মাটির সূক্ষ্ম রূপ, সুগন্ধ; বায়ুঃ—বায়ুর সূক্ষ্ম রূপ, স্পর্শ; আকাশঃ—আকাশের সূক্ষ্ম রূপ, শব্দ; আপঃ—জলের সূক্ষ্ম রূপ স্বাদ; জ্যোতিঃ—আগুনের সূক্ষ্ম রূপ, রূপ; অহম্—মিথ্যা অহংকার; মহান্—মহত্তত্ত্ব; বিকারঃ—ষোলটি উপাদান (ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, এবং আকাশ, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন); পুরুষঃ—জীব; অব্যক্তম্—জড়াপ্রকৃতি; রজঃ—রজোগুণ; সত্ত্বম্—সত্ত্বগুণ; তমঃ—তমোগুণ; পরম্—পরমেশ্বর; অহম্—আমি; এতৎ—এই; প্রসঙ্খ্যানম্—যা কিছুর সংখ্যা প্রদান করা হয়েছে; জ্ঞানম্—প্রতিটির লক্ষণের দ্বারা উল্লিখিত উপাদানগুলির জ্ঞান; তত্ত্ববিনিশ্চয়ঃ—দৃঢ় নিশ্চয়, যা হচ্ছে জ্ঞানের ফল।

অনুবাদ

আমি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, অহংকার, মহত্তত্ত্ব, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ, একাদশ ইন্দ্রিয়, জীব, জড়া প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তমোগুণ এবং ভগবান। এই উপাদানগুলি, তাদের নিজ নিজ লক্ষণের জ্ঞানসহ দৃঢ় নিশ্চয়তা—এই সমস্তই এই জ্ঞানের ফল, আমার প্রতীক।

তাৎপর্য

এই পৃথিবীর মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের সংক্ষিপ্ত অথচ বিস্তারিত সার সংগ্রহ বর্ণনা করার পর, ভগবান এখন তাঁর দেহ নির্গত জ্যোতি থেকে প্রকাশিত ঐশ্বর্যের সংক্ষিপ্ত সার প্রদান করছেন। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, অসংখ্য বৈচিত্র্যময় জড় ব্রহ্মাণ্ডগুলি, তার পরিবর্তন এবং ঐশ্বর্য, এসবই ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতিতে অবস্থান করছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভাষ্যে এই শ্লোকের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্লোক ৩৮

ময়েশ্বরেণ জীবেন গুণেন গুণিনা বিনা ।
সর্বাত্মনাপি সর্বেণ ন ভাবো বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥

ময়া—আমাকে; ঈশ্বরেণ—পরমেশ্বর; জীবেন—জীব; গুণেন—প্রকৃতির গুণ; গুণিনা—মহত্তত্ত্ব; বিনা—বিনা; সর্ব-আত্মনা—সমস্ত কিছুর আত্মা; অপি—ও; সর্বেণ—সব কিছু; ন—না; ভাবঃ—অবস্থিতি; বিদ্যতে—রয়েছে; ক্বচিৎ—যা কিছু।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান রূপে জীব, প্রকৃতির গুণ এবং মহত্তত্ত্বের ভিত্তি আমি। এইভাবে আমিই সবকিছু এবং আমি ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

তাৎপর্য

মহত্তত্ত্বের প্রকাশ, বা জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব এবং জীব না থাকলে জড় জগতে কিছুই থাকতে পারে না। যা কিছু অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি, তা সবই হচ্ছে বিভিন্ন স্থূল এবং সূক্ষ্ম পর্যায়ে জীব ও জড়ের সমন্বয় মাত্র। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সমগ্র জীব ও জড় বস্তুর অস্তিত্বের ভিত্তিস্বরূপ। পরমেশ্বর ভগবানের করুণা ব্যতিরেকে সম্ভবতঃ কোনও কিছুই মুহূর্তের জন্যও থাকতে পারে না। তাই বলে আমাদের বোকার মতো সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবানও তাহলে জড়। *ভাগবতের* এই স্কন্ধে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, জীব এবং ভগবান উভয়েই জড়া প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, দিব্য। জীবের অবশ্য, 'সে জড়'-এইরূপ স্বপ্ন দেখার প্রবণতা রয়েছে, কিন্তু ভগবান সর্বদা তাঁর নিজের এবং স্বপ্নশীল বদ্ধ জীবের দিব্য পদের কথা মনে রাখেন। ভগবান যেমন দিব্য, তেমনই তাঁর ধামও হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের ধরা ছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরিপক্ক এবং দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে অপ্রাকৃত ভগবান, তাঁর দিব্য ধাম, আমাদের নিজেদের দিব্যপদ এবং ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করার পদ্ধতি পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা।

শ্লোক ৩৯

সঙ্খ্যানং পরমাণূনাং কালেন ক্রিয়তে ময়া ।
ন তথা মে বিভূতীনাং সৃজতোঽণ্ডানি কোটিশঃ ॥ ৩৯ ॥

সঙ্খ্যানম্—গণনা করা; পরম-অণূনাম্—পরমাণুর; কালেন—কিছুকাল পরে; ক্রিয়তে—করা হয়েছে; ময়া—আমার দ্বারা; ন—না; তথা—অনুরূপভাবে; মে—আমার; বিভূতিনাম্—ঐশ্বর্যের; সৃজতঃ—সৃজনকর্তা আমি; অণ্ডানি—ব্রহ্মাণ্ডসমূহ; কোটিশঃ—কোটি কোটি।

অনুবাদ

যদিও বেশ কিছুকাল চেষ্টা করলে হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অণুগুলিকে গুণতে পারব, কিন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত আমার বিভূতি সমূহ আমি গণনা করতে পারব না।

তাৎপর্য

ভগবান এখানে ব্যাখ্যা করছেন যে, উদ্ধবের আশা করা উচিত নয় যে তিনি ভগবানের ঐশ্বর্যের পূর্ণ তালিকা পেয়ে যাবেন, কেননা ভগবান নিজেই তাঁর এইরূপ ঐশ্বর্যের সীমা পান না। শ্রীল জীব গোস্বামীর মত অনুসারে, *কালেন* বলতে বোঝায়, পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি অণুর মধ্যে বর্তমান, আর তাই তিনি অণুর সংখ্যা সহজেই হিসাব করতে পারবেন। অবশ্য, যদিও ভগবান হচ্ছেন নিশ্চিতরূপে সর্বজ্ঞ, তবুও তাঁর ঐশ্বর্যের একটি সীমিত তালিকা তিনি দিতে পারছেন না, যেহেতু তা অসীম।

শ্লোক ৪০

তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্যং হ্রীস্ত্যাগঃ সৌভগং ভগঃ ।
বীর্যং তিতিক্ষা বিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেঽংশকঃ ॥ ৪০ ॥

তেজঃ—শক্তি; শ্রীঃ—সুন্দর, মূল্যবান বস্তু; কীর্তিঃ—যশ; ঐশ্বর্যম্—ঐশ্বর্য; হ্রীঃ—বিনয়; ত্যাগঃ—বৈরাগ্য; সৌভগম্—যা মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সন্তুষ্ট করে; ভগঃ—সৌভাগ্য; বীর্যম্—বল; তিতিক্ষা—সহনশীলতা; বিজ্ঞানম্—পারমার্থিক জ্ঞান; যত্র যত্র—যেখানেই হোক; সঃ—এই; মে—আমার; অংশকঃ—প্রকাশ।

অনুবাদ

যেখানেই তেজ, সৌন্দর্য, খ্যাতি, ঐশ্বর্য, বিনয়, বৈরাগ্য, মানসিক আনন্দ, সৌভাগ্য, বল, সহিষ্ণুতা বা পারমার্থিক জ্ঞান লক্ষিত হবে, তা আমারই ঐশ্বর্যের প্রকাশ।

তাৎপর্য

যদিও ভগবান পূর্বশ্লোকে বলেছেন যে, তাঁর ঐশ্বর্য অসংখ্য, তিনি এখানে পুনশ্চ তাঁর নির্দিষ্ট কিছু ঐশ্বর্য প্রদর্শন করছেন।

শ্লোক ৪১

এতাস্তে কীর্তিতাঃ সর্বাঃ সংক্ষেপেণ বিভূতয়ঃ ।
মনোবিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥

এতাঃ—এই সমস্ত; **তে**—তোমাকে; **কীর্তিতাঃ**—বর্ণিত; **সর্বাঃ**—সমস্ত; **সংক্ষেপেণ**—সংক্ষেপে; **বিভূতয়ঃ**—দিব্য ঐশ্বর্যসমূহ; **মনঃ**—মনের; **বিকারাঃ**—পরিবর্তন; **এব**—বস্তুত; **এতে**—এগুলি; **যথা**—অনুসারে; **বাচা**—বাক্যের দ্বারা; **অভিধীয়তে**—প্রতিটিই বর্ণিত হল।

অনুবাদ

আমার সমস্ত চিন্ময় ঐশ্বর্য এবং আমার সৃষ্টির অসাধারণ জড় রূপ, যাকে মন দিয়ে অনুভব করা যায় এবং পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা যায়, তা আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

তাৎপর্য

সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মত অনুসারেও *এতাঃ* এবং *এতে* শব্দ দুটির দ্বারা ভগবানের দুই প্রস্থ ভিন্ন ঐশ্বর্যের বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান যেমন তাঁর বাসুদেব, নারায়ণ, পরমাত্মা ইত্যাদি ঐশ্বর্যমণ্ডিত অংশ প্রকাশের বর্ণনা করেছেন, আবার তিনি তাঁর জড়া সৃষ্টির অসাধারণ দিকগুলির বর্ণনা করেছেন; সেগুলিও তাঁর ঐশ্বর্যের মধ্যেই পড়ে। ভগবানের বাসুদেব, নারায়ণ ইত্যাদি অংশ প্রকাশ সবই নিত্য, ভগবানের অপরিবর্তনীয় দিব্যরূপ, সেগুলিকে *এতাঃ* শব্দের দ্বারা সূচিত করা হয়েছে। জড় সৃষ্টির অসাধারণ দিকগুলি অবশ্য বিভিন্ন পরিস্থিতির আর তা নিজ নিজ অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল, তাই সেগুলিকে এখানে *মনো বিকারা এবৈতে যথা বাচাভিধিয়তে* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী বর্ণনা করেছেন যে, সমার্থক শব্দের সুসংবদ্ধ যৌক্তিক প্রয়োগের দ্বারা বোঝা যায়, *এতাঃ* শব্দটি জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত, ভগবানের নিত্য চিন্ময় প্রকাশকে নির্দেশ করে, পক্ষান্তরে, *এতে* শব্দের দ্বারা ভগবানের যে সমস্ত ঐশ্বর্য বদ্ধজীবেরা অনুভব করতে পারে সেগুলিকে নির্দেশ করে। তিনি একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন, রাজার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীসাথী এবং আনুসঙ্গিক সবকিছুকে রাজার অংশ বলে মনে করা হয়, আর তাই তাদের সকলকে রাজকীয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। তদ্রূপ, জড় সৃষ্টির ঐশ্বর্যমণ্ডিত দিকগুলি হচ্ছে, ভগবানের ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের প্রতিবিম্বিত প্রকাশ, আর সেই সূত্রে সেগুলিকে ভগবান থেকে অভিন্ন মনে করা যেতে পারে। ভুলক্রমে ভাবা উচিত নয় যে, গুণগত এবং পরিমাণগতভাবে সমপর্যায়ের ভগবানের অংশ প্রকাশগুলির মতো এইসমস্ত নগণ্য জড় ঐশ্বর্যগুলিও সমমর্যাদার যোগ্য।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের এইরূপ ভাষ্য করেছেন—"ভগবানের বহিরঙ্গা ঐশ্বর্যকে বলা হয় *মনোবিকারাঃ*, অর্থাৎ 'মনের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত', কেননা সাধারণ মানুষ জড় জগতের অসাধারণ দিকগুলিকে তাদের ব্যক্তিগত

মানসিক অবস্থা অনুসারে অনুভব করে। এইভাবে *ব্যচ্যভিধিয়তে* শব্দটি সূচিত করে যে, বদ্ধ জীব তাদের জাগতিক বিশেষ পরিস্থিতি অনুসারে ভগবানের জড় সৃষ্টির বর্ণনা করে। জড় ঐশ্বর্যের পরিস্থিতিগত আপেক্ষিক সংজ্ঞাকে কখনই ভগবানের স্বয়ংরূপের প্রত্যক্ষ অংশপ্রকাশ বলে মনে করা উচিত নয়। যখন মানুষের মন স্নেহপরায়ণ অনুকূল পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়, তখন সে ভগবানের প্রকাশগুলিকে 'আমার ছেলে', 'আমার বাবা,' 'আমার স্বামী,' 'আমার কাকা,' 'আমার ভাইপো,' 'আমার বন্ধু,' এইভাবে সংজ্ঞা প্রদান করে। মানুষ ভুলে যায় যে, প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের অংশ, আর তারা যা কিছু ঐশ্বর্য মেধা বা অসাধারণ গুণ প্রকাশ করে, সে সবই প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শক্তি। তদ্রূপ, মন যখন 'না' সূচক বা শত্রুভাবাপন্ন পর্যায়ে পরিবর্তিত হয়, তখন সে ভাবে, 'এই ব্যক্তি আমার দ্বারা ধ্বংস হবে,' 'এই ব্যক্তিকে আমি শেষ করবই,' 'ও আমার শত্রু'; অথবা 'আমি তার শত্রু', 'ও একটা ঘাতক,' বা 'তাকে হত্যা করা উচিত,' ইত্যাদি। যখন কেউ কারও বা কোন বস্তুর অসাধারণ জাগতিক দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ভুলে যায় যে, সেগুলি ভগবানের শক্তির প্রকাশ, তখনও মানুষের মনে না সূচক ভাব প্রকাশ পায়। এমনকি ইন্দ্রদেব, যিনি স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের জড় ঐশ্বর্যের প্রকাশ, তাঁকেও অন্যেরা ভুল বোঝে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইন্দ্রের স্ত্রী, শচী ভাবেন, 'ইন্দ্র আমার স্বামী', আবার অদিতি ভাবেন, 'ও আমার পুত্র'। জয়ন্ত ভাবেন, 'তিনি আমার পিতা', বৃহস্পতি ভাবেন, 'সে আমার শিষ্য,' পক্ষান্তরে অসুরেরা ভাবে যে, ইন্দ্র তাদের ব্যক্তিগত শত্রু। এইভাবে তাদের মানসিক অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তি তাকে সংজ্ঞিত করে। ভগবানের জড় ঐশ্বর্য যেহেতু আপেক্ষিকভাবে অনুভব করা হয়, তাই তাকে বলা হয় *মনোবিকারা* অর্থাৎ সেগুলি মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এই আপেক্ষিক অনুভূতি জড় কেননা তা কোনও বিশেষ ঐশ্বর্যের প্রকৃত উৎস যে ভগবান, তা স্বীকার করে না। যদি কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত ঐশ্বর্যের উৎস রূপে দর্শন করেন এবং ভগবানের ঐশ্বর্যকে নিজের বলে দাবি করা এবং তা ভোগ করার বাসনা ত্যাগ করেন, তা হলে তিনি এই সমস্ত ঐশ্বর্যের দিব্য ভাব অনুভব করতে পারবেন। তখন জড় জগতের বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য অনুভব করা সত্ত্বেও মানুষ যথার্থরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে পারবে। শূন্যবাদী দার্শনিকদের মতো আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত নয় যে, ভগবানের বিষ্ণুতত্ত্বের দিব্য প্রকাশ এবং মুক্ত জীব পর্যায়ের সকলেই মানসিক পর্যায়ের আপেক্ষিক অনুভূতি থেকে উৎপন্ন। এই অর্থহীন ধারণা, উদ্ধবের নিকট পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শিক্ষার পরিপন্থী।

শ্রীল জীব গোস্বামীর মতানুসারে *বাচা* শব্দটি পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় ও জড় ঐশ্বর্য সমূহের প্রকাশের জন্য বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত নির্দিষ্ট পদ্ধতিকেও বোঝায়, আর এই প্রসঙ্গে *যথা* বলতে প্রকাশ এবং সৃষ্টির নির্দিষ্ট পন্থাকে সূচিত করে।

শ্লোক ৪২

বাচং যচ্ছ মনো যচ্ছ প্রাণান্ যচ্ছেন্দ্রিয়াণি চ ।
আত্মানমাত্মনা যচ্ছ ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪২ ॥

বাচম্—বাক্য; **যচ্ছ**—নিয়ন্ত্রণ; **মনঃ**—মন; **যচ্ছ**—নিয়ন্ত্রণ; **প্রাণান্**—তোমার শ্বাসপ্রশ্বাস; **যচ্ছ**—সংযম; **ইন্দ্রিয়াণি**—ইন্দ্রিয়সকল; **চ**—ও; **আত্মানম্**—বুদ্ধি; **আত্মনা**—শুদ্ধবুদ্ধির দ্বারা; **যচ্ছ**—সংযম; **ন**—কখনও না; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **কল্পসে**—তুমি পতিত হবে; **অধ্বনে**—জাগতিক জীবন পথে।

অনুবাদ

সুতরাং, বাক্য, মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত কর, এবং শুদ্ধ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বাভাবিক প্রবণতাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ কর। এইভাবে তুমি আর কখনও জড় জাগতিক জীবন পথে পতিত হবে না।

তাৎপর্য

আমাদের উচিত সবকিছুকে পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশ রূপে দেখা, আর এইভাবে বাক্য, মন ও শব্দের দ্বারা কোন জড়বস্তু বা জীবকে অসম্মান না করে, সবকিছুকেই শ্রদ্ধা করা উচিত। যেহেতু সব কিছুই ভগবানের, তাই পরম যত্নসহকারে সবকিছুকেই ভগবানের সেবায় উপযোগ করতে হবে। আত্মোপলব্ধ ভক্ত ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করেন, কোনও জীবের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেন না এবং কাউকে তিনি তাঁর শত্রুরূপেও দেখেন না। এই হচ্ছে ব্যবহারিক জ্ঞান। ভগবানের উদ্দেশ্যের যারা বিঘ্ন ঘটায়, ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা হয়তো তাদের উপহাস করতে পারেন, এইরূপ উপহাস কখনও ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, আর তা হিংসা প্রসূতও নয়। ভগবানের উন্নত ভক্ত তাঁর অনুগামীদের তিরস্কার করতে পারেন বা আসুরিক লোকদের উপহাস করতে পারেন, কিন্তু সে সবই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তা কখনোই ব্যক্তিগত শত্রুতা বা হিংসার জন্য নয়। যিনি জড় জাগতিক জীবনপথ পূর্ণরূপে ত্যাগ করেছেন, তাঁর আর জন্মমৃত্যুর চক্রে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না।

শ্লোক ৪৩

যো বৈ বাঙ্মনসী সম্যগসংযচ্ছন্ ধিয়া যতিঃ ।
তস্য ব্রতং তপো দানং স্রবত্যামঘটাম্বুবৎ ॥ ৪৩ ॥

যঃ—যে; বৈ—নিশ্চিতরূপে; বাক্-মনসী—বাক্য ও মন; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; অসংযচ্ছন্—নিয়ন্ত্রণ না করে; ধিয়া—বুদ্ধিমত্তার দ্বারা; যতিঃ—পরমার্থবাদী; তস্য—তার; ব্রতম্—ব্রত; তপঃ—তপস্যা; দানম্—দান; স্রবতি—নিসৃত হয়; আম—না পোড়ানো; ঘট—একটি পাত্রে; অম্বুবৎ—জলের মতো।

অনুবাদ

যে পরমার্থবাদী উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তার বাক্য ও মনকে সম্পূর্ণরূপে সংযত না করে, তার পারমার্থিক ব্রত, তপস্যা এবং দান সমস্তই না-পোড়ানো মাটির পাত্রে রক্ষিত জলের মতো নির্গত হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

যখন কোনও মাটির পাত্রকে সুষ্ঠুভাবে পোড়ানো হয়, সেই পাত্র যেকোনও তরল পদার্থকে নিশ্ছিদ্রভাবে ধারণ করে থাকে। মাটির পাত্র যদি ঠিকমতো পোড়ানো না হয়, তবে জল বা যে কোনও তরল পদার্থ তাতে শোষণ করে নেবে বা শেষ হয়ে যাবে। তদ্রূপ যে পরমার্থবাদী তার বাক্য ও মনকে সংযত না করে, সে দেখবে তার পারমার্থিক নিয়ম ও তপস্যা ধীরে ধীরে শোষিত হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। 'দান' বলতে বোঝায় অপরের কল্যাণের জন্য কৃতকর্ম। যাঁরা কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করার মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ দানকার্য সম্পাদন করতে চেষ্টা করছেন, তাঁরা যেন সুন্দরী রমণীদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কথা বলতে গিয়ে চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করেন, অথবা জাগতিক শিক্ষাগত সম্মান লাভ করার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন না করেন। ঘনিষ্ঠ যৌন সম্পর্কের চিন্তা করাও উচিত নয়, আবার সম্মানীয় পদ লাভ করার দিবাস্বপ্ন দেখাও ঠিক নয়। অন্যথায়, আমাদের কঠোরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের দৃঢ়নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাবে, যেমনটি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পারমার্থিক জীবনে সাফল্য অর্জন করার জন্য উন্নততর বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আমাদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বাক্য সংযম করতেই হবে।

শ্লোক ৪৪

তস্মাদ্বচোমনঃপ্রাণান্ নিযচ্ছেন্মৎপরায়ণঃ ।
মদ্ভক্তিযুক্তয়া বুদ্ধ্যা ততঃ পরিসমাপ্যতে ॥ ৪৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; বচঃ—বাক্য; মনঃ—মন; প্রাণান্—প্রাণবায়ু; নিযচ্ছেৎ—নিয়ন্ত্রণ করা উচিত; মৎ পরায়ণঃ—আমাপরায়ণ; মৎ—আমাতে; ভক্তি—ভক্তি সহকারে; যুক্তয়া—আবিষ্ট হয়ে; বুদ্ধ্যা—এই রূপ বুদ্ধির দ্বারা; ততঃ—এই ভাবে; পরিসমাপ্যতে—জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে।

অনুবাদ

আমার নিকট শরণাগত হয়ে, ভক্তের উচিত বাক্য, মন এবং প্রাণবায়ুকে সংযত করা। এইভাবে প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা সে তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল করতে পারবে।

তাৎপর্য

ব্রাহ্মণদীক্ষাকালে লব্ধ ব্রহ্মগায়ত্রী মন্ত্র সুষ্ঠুভাবে জপ করার মাধ্যমে ভক্ত প্রেমময়ী ভক্তিযুক্ত বুদ্ধি লাভ করতে পারেন। স্বচ্ছ বুদ্ধির দ্বারা ভক্ত স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোধর্ম এবং সকাম কর্মপ্রদত্ত ফলের প্রতি অনাসক্ত হন এবং পরম পুরুষোত্তম ভগবানের পাদপদ্মে পূর্ণরূপে শরণাগত হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের 'পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্য' নামক ষোড়শ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের বিনীত সেবকবৃন্দ কৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।